

সূরা ১০৩ : আস্‌র, মাক্কী

১০৩ - سورة العصر مَكِّيَّة

(আয়াত ৩, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٣ 'رُكُوعَاتُهَا : ١)

## আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কুরআনের মুজিয়া প্রত্যক্ষ করণ

বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্ন আস (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পূর্বে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর একবার মুসাইলামা কাযযাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মুসাইলামা কাযযাব নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। আমরকে (রাঃ) সে জিজ্ঞেস করল : তোমাদের বন্ধুর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর এ সময় কোন্ অহী অবতীর্ণ হয়েছে?’ আমর (রাঃ) জবাবে বলেন : ‘একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে।’ মুসাইলামা কাযযাব জিজ্ঞেস করল : সেটি কি? আমর (রাঃ) তখন **العَصْرِ** সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল : ‘জেনে রেখ, আমার উপরও এ রকম সূরা নাযিল হয়েছে।’ আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : ‘সেটি কি?’ সে তখন বলল :

يَا وَبْرُ يَا وَبْرُ وَاثِمًا أَنْتَ أَذْنَانُ وَصَدْرُ وَ سَائِرُكَ حَفْرُ نَقْرُ

হে ওবর! হে ওবর! তুমিতো দু’টি কান ও একটি বুকের সহ একটি প্রাণী।  
দেহের বাকি অংশ খুবই বাজে ও নিকৃষ্ট!

তারপর জিজ্ঞেস করল : ‘হে আমর (রাঃ)! বল, তোমার অভিমত কি?’  
তখন আমর (রাঃ) বললেন : ‘তুমি তো নিজেই জান যে, তোমার মিথ্যা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি।’ **وَبْرُ** হল বিড়ালের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা পশু। তার কান দু’টি ও বুক কিছুটা প্রশস্ত ও বড়। দেহের অন্যান্য অংশ খুবই নিকৃষ্ট ও বাজে। ভণ্ড, দুর্বৃত্ত ও মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এ রকম বাজে কথাকে আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র কালামের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিল। তার এ ধরনের ঘৃণ্য ভণ্ডামী দেখে আরাবের মূর্তি পূজকরাও তাকে মিথ্যাবাদী এবং ফালতু বলে সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন হিসন আবী মাদীনাহ হতে ইমাম তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই দু'জন সাহাবীর পরস্পর সাক্ষাৎ হত তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপরজন না শোনা পর্যন্ত পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেননা। (আল মুজাম আল আওসাত, মাজমা আল বাহরাউন)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এই একটি মাত্র সূরা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও মনোযোগের সাথে পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তাহলে এই একটি সূরাই যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) মহাকালের শপথ!	۱. وَالْعَصْرِ
(২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	۲. إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ
(৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্ধুদ্ধ করে।	۳. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

‘আসর এর অর্থ হল কাল বা সময়, যে কাল বা সময়ে মানুষ পাপ/সৎ কাজ করে। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘আসর এর অর্থ হল আসরের সালাতের সময়। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটিই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ। এই কসমের পর আল্লাহ তা‘আলা বলছেন :  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান আনে ও উত্তম কাজ করে এবং تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

একে অন্যকে হক বা সত্যের উপদেশ দেয় অর্থাৎ নিজে সৎকাজ করে ও অন্যকে সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর **وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ** বিপদাপদে নিজে ধৈর্য ধারণ করে ও অন্যকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, জনগণ কষ্ট দিলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয় তাতেও ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূরা আসর এর তাফসীর সমাপ্ত।